তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৪৮

**পাট ও চামড়াজাতসহ রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নতুন বাজার খোঁজার নির্দেশ বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি):

পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্যসহ দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নতুন বাজার খুঁজতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইকোনমিক মিনিস্টার ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের নির্দেশ দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সকল কমার্শিয়ালকে কর্মরত দেশের একটি করে স্টল নিশ্চিত করতে এখন থেকে কাজ করারও নির্দেশ দেন প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া শুধু রপ্তানি নয় বাংলাদেশ যেসব পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য তার উৎপাদন ও মূল্য মনিটরিং এবং মন্ত্রণালয়ে পাঠানোরও নির্দেশনা প্রদান করেন।

আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ হতে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বিশ্বের ২৩ দেশে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের প্রতিমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, যেসব দেশে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হয় সেসব দেশে বিকল্প কি পণ্য রপ্তানি করে আমদানি-রপ্তানিতে ভারসাম্য আনা যায় তা নিয়ে কাজ করতে হবে। ‍যদি কোনো বাণিজ্য বাধা (ট্যারিফ-নন ট্যারিফ) থাকে তাও দ্রুত সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, সকল কমার্শিয়াল কাউন্সিলদের কর্মরত দেশের প্রথম দশটি আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের দামসহ মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণ করতে বলেন। কোন দেশে কি পণ্যের চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করে রপ্তানির ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিটি দেশের আমদানি-রপ্তানিকারক, ব্যবসায়িক এসোসিয়েশন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী তাদের সাথে নিয়মিত সভা-সেমিনার করে বাংলাদেশি পণ্যে ব্রান্ডিং করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে তা বাস্তবে রূপ দিতে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন প্রতিমন্ত্রী। কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের আরো উদ্ভাবনী হতে হবে উল্লেখ করে যেসব দেশে কমার্শিয়াল কাউন্সিলররা কর্মরত আছেন সেসব দেশের ভাষা আয়ত্ত করার পরামর্শ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যেসব দেশ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক জোটে আছে তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানতে হবে। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে এবং পরিকল্পনার টার্গেট অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে বলেও জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পণ্যের বহুমূখীকরণের ওপর জোর দিতে হবে। আমাদের দেশে এগ্রোফুড, সি ফুড, প্লাস্টিক, সিরামিক, বাই সাইকেল, ফার্নিচার এবং চা-সহ অনেক রপ্তানিযোগ্য পণ্য রয়েছে। এগুলো রপ্তানির নতুন বাজার ধরতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে জরুরি ভিত্তিতে আমদানির জন্য বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে। এককভাবে কোনো দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনলাইন সভায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুারো-ইপিবি’র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যুক্ত ‍ছিলেন।

#

হায়দার/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪৭

**পরিবেশমন্ত্রীর সাথে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট এবং ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি দলের যৌথসভা**

**সরকার জলবায়ু কর্মসূচির জন্য ১৫ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করবে**

**--- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য পাঁচ বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণ করে তাঁর মন্ত্রণালয় একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। একটি স্থিতিস্থাপক, জলবায়ু-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে সতর্কতার সাথে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং যা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সর্বোচ্চ প্রভাব নিশ্চিত করবে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সাথে ‘ক্লাইমেট পার্লামেন্ট’-এর চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয়ের নেতৃত্বে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট ও ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বসাম্প্রতিক উদ্ভাবন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করব। সমাধানগুলো প্রাসঙ্গিক হবে, আমাদের চাহিদা এবং ল্যান্ডস্কেপ অনুযায়ী তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে সকল পরামর্শ স্বাগত জানানো হবে।

সভায় উভয় পক্ষই জ্ঞান বিনিময় এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে নীতি বাস্তবায়নসহ সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য তাঁর মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সভায় জলবায়ু সমস্যা সমাধান এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতে মন্ত্রণালয়, ক্লাইমেট পার্লামেন্ট এবং ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্ব বজায় রাখার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সভাটি সমাপ্ত হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লাইমেট পার্লামেন্টের আহ্বায়ক সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, আলী ইজাদি, হেড অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক, ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশন; ইয়াহু কিকুমা, সিনিয়র এসোসিয়েট, ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশন; তরুণ বালাকৃষ্ণন, দক্ষিণ এশিয়ার টিম লিডার, ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশন এবং মোহাম্মদ মামুন মিয়া, নির্বাহী পরিচালক, আর্থ সচিবালয়, ক্লাইমেট পার্লামেন্ট, বাংলাদেশ প্রমুখ।

ব্লুমবার্গ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ব্লুমবার্গ এনইএফ প্রকাশিত ‘সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাঁকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা পরিবেশ মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

#

দীপংকর/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৪৬

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত এবং বিমসটেক মহাসচিবের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে আসেন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে (Alexandra Berg von Linde) এবং বিমসটেক মহাসচিব ইন্দ্র মনি পান্ডে (Indra Mani Pandey)।

রাষ্ট্রদূত লিন্ডের সাথে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান সবুজ শক্তি ও বর্জ্য থেকে শক্তি আহরণে সহযোগিতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে সুইডেনের সহায়তা নিয়ে আলোচনা করেন। রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে জানান, রোহিঙ্গাদের পূর্ণ অধিকারসহ নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই একমাত্র সমাধান। সুইডেন এ বিষয়ে সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলে জানায়। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় ড. হাছান মাহ্‌মুদকে দেওয়া সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিনন্দনপত্রটি মন্ত্রীকে হস্তান্তর করেন রাষ্ট্রদূত।

১৯৯৭ সালে গঠিত বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড এই সাত দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন বে অভ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) নতুন সেক্রেটারি জেনারেল ইন্দ্র মনি পান্ডের সঙ্গে বৈঠকে বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ঢাকায় বিমসটেক সচিবালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ, আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, যোগাযোগ অবকাঠামোসহ নানা বিষয়ের পাশাপাশি চলতি বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিমসটেক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকও আলোচনায় স্থান পায়।

#

আকরাম/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৪৫

**বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন**

**ড. ইউনূসকে নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে সংবাদ নয় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বাধীন, শ্রমিক-কর্মচারীরাই ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় ড. ইউনূসকে নিয়ে প্রকাশিত একটি বিবৃতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, 'ওয়াশিংটন পোস্টে নিউজ নয়, সেখানে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কোনো অফিস ফার্মের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়েছে।'

আজ রাজধানীর বেইলী রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ১৪টি দেশের অনিবাসী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারবৃন্দ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হন মন্ত্রী।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘এ রকম বিজ্ঞাপন আগেও ছাপানো হয়েছে। তবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাহেবের প্রতি যথাযথ সম্মান এবং শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই বাংলাদেশে বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ বিধায় সরকারি দলের অনেককে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়, জেলেও যায় এবং ইউনূস সাহেবের এই মামলায় সরকার কোনো পক্ষ নেয়নি।’ তিনি বলেন, ‘ড. ইউনুস সাহেবের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীরা বলছে তারাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় রায় হয়েছে, এখানে সরকার কোনো পক্ষ নয়।’

অনিবাসী রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বলেন, তারা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ ১০ বছর আগে এখানে এসেছিলো, দু’ একজন বলেছেন তিনি ১২ বছর আগে এখানে এসেছিলেন আবার ২০২০ সালেও এসেছিলেন। তারা বলেন, আগের এবং আজকের মধ্যে অনেক পার্থক্য, বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে।

প্রত্যেকটা দেশই বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এবং অনেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কয়েকটি দেশ আমাদের দক্ষ জনশক্তি আমদানির আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। আফ্রিকায় কৃষি খাতেও এই সুযোগ রয়েছে।

বোতসোয়ানা, কম্বোডিয়া, চেক রিপাবলিক, গাম্বিয়া, হাঙ্গেরি, জ্যামাইকা, লুক্সেমবার্গ, মঙ্গোলিয়া, নর্থ মেসিডোনিয়া, পেরু, স্লোভাক রিপাবলিক, স্লোভেনিয়া, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাতে যোগ দেন। সাক্ষাৎ শেষে তাদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক ‘মুজিব-একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪৪

**পর্যটক বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যটন মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে**

**--- বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান জানিয়েছেন, পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে পর্যটন মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আজ সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা জানান মন্ত্রী।

ফারুক খান জানান, পর্যটন শিল্পে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায়, বিশেষ করে ভারত থেকে আরো বেশি পর্যটক কিভাবে বাংলাদেশে আসতে পারে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। পর্যটক বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে দুই দেশে পর্যটন মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পর্যটকদের জন্য দুই দেশের মধ্যে ভিসা সহজ করার বিষয়েও কথা হয়েছে। তিনি বলেন, সিভিল এভিয়েশন ও পর্যটন শিল্পে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরো শক্তিশালী হবে। এই দুই খাতে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কিছু প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আমরা সেগুলো বিবেচনা করবো। এছাড়া, দুই দেশের মধ্যকার আকাশপথে যোগাযোগ আরো বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জানান, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে এভিয়েশন এবং পর্যটন খাতের সহযোগিতা দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করবে। এটি দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই সহযোগিতা কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় ও প্রাতিষ্ঠানিকরণ করা যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করবো। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করছি। ইতোমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারত ৩৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ভবিষ্যতেও এটি চলমান থাকবে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে অনেক ভারতীয় বিনিয়োগকারী বিনিয়োগে আগ্রহী। আমরা তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করছি।

পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিমান মন্ত্রী জানান, বিমান বর্তমানে লাভজনকভাবে চলছে। সীমিত সংখ্যক উড়োজাহাজ ও আরো বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যাত্রী সেবা দিয়ে চলছে। সীমাবদ্ধতা দূর করে এই সেবা কিভাবে আরো উন্নত করা যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। নতুন বিমান কেনা নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। বিমানের সমস্যাগুলো ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিদেশি পর্যটকদের জন্য বাংলাদেশে অন এরাইভাল ভিসা ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের পর্যটকেরা যাতে সহজে ও কম সময়ে ভিসা পায় এবং ক্ষেত্রমতে অন এরাইভাল ভিসা পায় তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করা হবে। হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, তৃতীয় টার্মিনালের জন্য নতুন করে ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা তা আলোচনা করা হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিমানবন্দরে প্রবাসী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা কাউন্টার স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যেই নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

#

তানভীর/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪৩

**কর্মকর্তাদের কাজের গতি বাড়াতে বললেন আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

নিজ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের গতি বাড়িয়ে দ্রুত সেবা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

টানা তৃতীয় বারের মতো আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর চলমান কাজের অগ্রগতি জানতে ও নতুন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে আজ সচিবালয়ে আইন ও বিচার বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি সভা করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্যেক দপ্তর ও সংস্থার প্রধানরা নিজ নিজ দপ্তর বা সংস্থার কাজের অগ্রগতি, সমস্যা, সাফল্য ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

এরপর আইনমন্ত্রী তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ নিজ দপ্তরের কাজের গতি বাড়াতে বলেন। সেই সঙ্গে চলমান কাজগুলো দ্রুত শেষ করার পরামর্শ দেন।

এসময় মামলাজট কমাতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানোর বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। এর মধ্যে নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, পুরাতন আদালত ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ও ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

আনিসুল হক বলেন, ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে বিচারকার্যের গতি বাড়বে। ফলে মামলাজট কমবে। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

এসময় মন্ত্রী মামলাজট কমাতে উচ্চ আদালত ও অধঃস্তন আদালতের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোসহ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমকে জোরদার করতে বলেন। ফৌজদারি কার্যবিধি ও দেওয়ানি কার্যবিধির সংশোধন ও বাংলা অনুবাদের খসড়া তৈরির জন্য গঠিত কমিটিকে আগামী তিন মাসের মধ্যে খসড়া তৈরি করে তাঁর নিকট উপস্থাপন করার নির্দেশ দেন।

প্রতি দুই মাসে একবার সমন্বয় সভা করে দপ্তর ও সংস্থার কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন বলেও তিনি জানান।

#

রেজাউল/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 2642

Environment Minister engages in Climate Discussions with Climate Parliament and

Bloomberg Foundation Delegation

**Government will mobilize $15 billion for climate action  
 --- Environment Minister**

Dhaka, 30 January:

The Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury said, Bangladesh government will try to mobilize $15 billion over five years for climate actions. He said his ministry will craft a concrete implementation plan following Mujib Climate Prosperity Plan and Five year plan. To build a resilient, climate-smart Bangladesh each activity will be meticulously prioritized and harmonized, ensuring maximum impact.

  Environment Minister said this while a delegation of Climate Parliament and Bloomberg Foundation led by Chairman of 'Climate Parliament' Member of Parliament Tanvir Shakil Joy exchanged views with Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury in his office at the Bangladesh Secretariat on Tuesday 30 January.

The Environment Minister said we're open to all on this journey. Increasing use of renewable energy is our priorities. We'll harness the latest innovations and cutting-edge technology but with a Bangladeshi twist. Solutions will be relevant, tailored to our unique needs and landscape. Suggestions will be welcomed in this regard.

The Bloomberg Foundation delegation shared insights and initiatives from different regions, highlighting the importance of a unified approach to combat climate change. Both parties discussed potential collaborations, including knowledge exchange, joint initiatives and policy implementations aimed at achieving shared environmental goals. Minister Chowdhury affirmed his ministry's dedication to working closely with partners, emphasizing the need for innovative solutions to address the ever-growing challenges posed by climate change.

The discussions centered around collaborative efforts to address pressing climate issues and foster sustainable environmental practices. The meeting concluded with a shared commitment to continue fostering a robust partnership between the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Climate Parliament and Bloomberg Foundation.

Convenor of the organization Member of Parliament Nahim Razzaq, Ali Izadi, Head of Asia Pacific, Bloomberg Foundation, Iaahu Kikuma, Senior Associate, Bloomberg Foundation, Tarun Balakrishnam, South Asia Leader, Bloomberg Foundation and Mohammad Mamun Mia, Executive Director, The Earth, Secretariat, Climate Parliament Bangladesh were present among others.

The Bloomberg Foundation representative handed over a booklet titled 'Bangladesh's power sector is on the verge of making the right decision' published by Bloomberg NEF

#

Dipankar/Shafi/Mosharaf/Joynul/2024/1850 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪১

**নারীদের অর্থনৈতিকভাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাবলম্বী হতে হবে**

**--- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সিমিন হোসেন (রিমি) বলেছেন, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বেশি সাবলম্বী হতে হবে। মেয়েরা যেন মানুষ পরিচয়ে বাঁচে সেটা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জায়গায় কাজ করতে হবে। জয়িতারা সংগ্রামী নারীদের জীবনে জয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতাদের স্বপ্নদ্রষ্টা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীদের প্রতি মানুসিকতা পরিবর্তন করতে না পারলে কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। গণপরিবহন নারী বান্ধব করতে হবে। নারীদের বিষণ্নতা থেকে দূর করতে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

সিমিন হোসেন (রিমি) আজ ঢাকায় শিশু একাডেমি মিলনায়তনে ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত পাঁচজন শ্রেষ্ঠ জয়িতা হচ্ছেন-অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী নাজমা মাসুদ, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী বিপাশা হোসাইন, সফল জননী নারী জোহরা আক্তার। নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা নারী গীতা রানী রায় এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় মায়া রানী দেব ভৌমিক।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেয়া খান। আরো উপস্থিত শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান, ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি মারুফ হোসেন সরদার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মমিনুর রহমান এবং ঢাকা জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান।

#

আলমগীর/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৪০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমকি ১০ শতাংশ। এ সময় ৯৩৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে।। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৪০৮ জন।

#

দাউদ/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৯

**নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন গণপূর্ত মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ মাঘ, (৩০ জানুয়ারি):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন দক্ষতা ও যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে স্বচ্ছতার সাথে সে দায়িত্ব পালনে আমি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবো। নিজের বিচার বুদ্ধির পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের আলোকে আমি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করবো। সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রচলিত আইন ও জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে কাজ করবো। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তবে অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

উবায়দুল মোকতাদির বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুস্পষ্ট অভিযোগ পেলে যে কারো বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কার্পণ্য করা হবে না।

পোড়ামাটির ইট ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট ব্যবহারের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর এদেশের এক শতাংশ হারে কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে। ইট তৈরিতে জ্বালানি কাঠ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষা ও কৃষিজমি রক্ষার স্বার্থে ব্লক ইটের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। সরকারি প্রকল্পে ব্লক ইট ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

#

রেজাউল/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১৫১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৮

**ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ভিয়েতনাম (হ্যানয়), ৩০ জানুয়ারি :

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি Vo Van Thuong-এর নিকট রাষ্ট্রপতি ভবনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান গতকাল তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন।

এ সময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে ভিয়েতনামের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কৃষি ও অন্যান্য গূরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, উভয় দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন, দু’দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত উভয় দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আসিয়ানের (ASEAN)-এর Sectoral Dialogue Partner-এর মর্যাদায় আসিয়ানের সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে ভিয়েতনামের সমর্থন আশা করেন। ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়’- এই পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বাংলাদেশের সাথে আসিয়ানের সকল সদস্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করেন রাষ্ট্রদূত। এছাড়া, তিনি রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে ভিয়েতনামের সহযোগিতা চান।

রাষ্ট্রপতি দু’দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে ভিয়েতনামে দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন, উৎসাহ এবং সাহায্য পাবেন বলে রাষ্ট্রদূতকে আশ্বাস প্রদান করেন।

#

কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আসমা/২০২৪/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৩৭

**মৎস্য উৎপাদনে দিনাজপুর জেলা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ**

রংপুর, ১৬ মাঘ, (৩০ জানুয়ারি):

মৎস্য উৎপাদনে দিনাজপুর জেলা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে এ জেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ৩৯৬ মেট্রিক টন।

দিনাজপুর জেলা মৎস্য অফিসের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে এ জেলায় মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০০৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১০৩ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে মোট ৫ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্তকরণ, গত বছর ৭টি অভয়াশ্রম ও ১৩টি বিল নার্সারি স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়া মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে গত বছরে ৫টি এয়ারেটর ও সেচপাম্প মৎস্যচাষিদের মাঝে বিতরণ এবং মৎস্য চাষিদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৪০ জন মৎস্য চাষির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দিনাজপুর জেলায় মোট ৫৩ হাজার ৮৭৫টি পুকুর রয়েছে। বর্তমানে চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। এছাড়া স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনেও বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

#

অর্জুন/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১১৫০ঘণ্টা